



(আমীনে আহলে সুনাত ﷺ এর কিতাব “ফয়যালে রমযান”
হতে সংগৃহিত বিশেষ ঘটনাবলির দ্বিতীয় অংশ)



রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসযালা

- 🏮 রোযা অনেক পুরোনো ইবাদত
- 🏮 রোযায় সুস্থান্য অর্জিত হয়
- 🏮 রোযা কার উপর ফরয?
- 🏮 খুব বেশি আহর করলে রোগ-বালাই জন্ম নেয়
- 🏮 সন্তানদের কখন রোযা রাখাবেন?
- 🏮 একটি রোযা নষ্ট করার ক্ষতি

শায়খে উরিকত, আমীনে আহলে সুনাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল্লাহ মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াস আণ্ডার কাদেরী রযবী

کاتب المصنف



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসয়াল্লা^(১)

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন মনসুর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন ওফাত গ্রহণ করেন, তখন শীরায বাসীদের মধ্যে কেউ স্বপ্নে দেখলো যে, মাথায় মুক্তোর মুকুট সজ্জিত, উন্নতমানের পোশাক (জান্নাতী পোশাক) পরিহিত অবস্থায় তিনি শীরাযের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন: “আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, দয়া করেছেন এবং আমাকে মুকুট পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলো: কি কারণে? বললেন: “আমি তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি অধিকহারে দরুদে পাক পাঠ করতাম, এই আমলটিই কাজে এসে গেছে।” (আল কওলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তায়ালা কত বড় দয়া যে, তিনি আমাদেরকে রমযানুল মোবারক মাসের রোযা ফরয করে আমাদের জন্য তাকওয়া লাভের মাধ্যম করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ২য় পারার সূরা বাকারার ১৮৩-১৮৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

১. ফযয়ানে সুন্নাতের সব জায়গায় মাসয়াল্লা সমূহ হানাফী মাযহাব অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের ইসলামী ভাইয়েরা ফিকহী মাসয়ালার ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের মতামত গ্রহণ করুন।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿٢١٧﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢١٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিল, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়; নির্দিষ্ট দিন সমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাকো, অতঃপর ততো সংখ্যক রোযা অন্যান্য দিন-সমূহে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে তারা এর বিনিময়ে দেবে একজন মিসকীনের খাবার। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজ থেকে সৎকর্ম অধিক করবে তবে তা তার জন্য উত্তম এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর যদি তোমরা জানো।

রোযা অনেক পুরোনো ইবাদত

আয়াতে করীমার প্রাথমিক অংশের আলোকে “তাফসীরে খাযিন” এ বর্ণিত রয়েছে: তোমাদের পূর্ববর্তী লোক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: হযরত সাযিয়দুনা আদম সফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু করে হযরত সাযিয়দুনা ইসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত যত আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের উম্মত এসেছে তাদের সবার উপর রোযা ফরয হয়ে আসছিলো (কিন্তু সেগুলোর বিধান আমাদের রোযার চেয়ে ভিন্ন ছিলো)। উদ্দেশ্য হলো যে, রোযা হলো অনেক পুরোনো ইবাদত এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

মধ্যে এমন কোন উম্মত ছিলো না যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ন্যায় রোযা ফরয করেনি। (তাফসীরে খাফিন, ১ম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা) এবং “তাফসীরে আযীযি”তে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ عَلَيَّهِ السَّلَام এর প্রতি মাসে আইয়ামে বীয (অর্থাৎ চন্দ্র মাসে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) এর তিনটি রোযা ফরয ছিলো, এবং ইহুদীদের (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيَّهِ السَّلَام এর সম্প্রদায়) উপর আশুরার দিন (অর্থাৎ ১০ মুহাররামুল হারামের) এবং প্রতি সপ্তাহে শনিবারের (Saturday) এবং আরো কিছু দিনের রোযা ফরয ছিলো আর নাসারার (অর্থাৎ খ্রীষ্টান) উপর রমযান মাসের রোযা ফরয ছিলো।

(তাফসীরে আযীযি, ১ম খন্ড, ৭৭১ পৃষ্ঠা)

রোযার উদ্দেশ্য

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “তাফসীরে সীরাতুল জিনান” ১ম খন্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: “আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অর্জন। রোযায় যেহেতু নফসের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় এবং খাওয়া দাওয়ার হালাল বস্তু থেকে বিরত রাখা হয়, তখন তাদ্বারা নিজের প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রনের অনুশীলন (Practice) হয়, যার কারণে নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং হারাম থেকে বাঁচার প্রতি সক্ষমতা অর্জিত হয় আর এই নফসকে আয়ত্ত করা এবং প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণই সেই মূল বিষয়, যার মাধ্যমে মানুষ গুনাহ থেকে বিরত থাকে।”

রোযা কার উপর ফরয?

তাওহীদ ও রিসালাতকে স্বীকার করা ও দ্বীনের সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর ঈমান আনার পর যেভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে রমযান শরীফের রোযাও প্রত্যেক মুসলমান (নর ও নারী) বিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্কের উপর ফরয। ‘দুররে মুখতার’ এর মধ্যে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

বর্ণিত রয়েছে: রোযা ২য় হিজরীর ১০ শা’বানুল মুআয্যামে ফরয হয়েছে।

(রবদুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

রোযা ফরয হওয়ার কারণ

ইসলামে অধিকাংশ আমলই কোন না কোন হৃদয় মাতানো ঘটনার স্মরণকে সতেজ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন; সাফা ও মারওয়্যার মধ্যখানে হাজীদের ‘সাদ্গ’ হযরত সাযিয়দাতুনা হাজেরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর স্মৃতি বহনকারী। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا তাঁর কলিজার টুকরো হযরত সাযিয়দুনা ইসমাঈল যবীহুল্লাহ عَلَي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর জন্য পানির সন্ধানে এ দু’টি পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছেন ও দৌড়িয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট হযরত সাযিয়দাতুনা হাজেরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর এ কাজটি খুবই পছন্দ হয়েছে। তাই এই ‘সুনাত হাজেরা’ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে আল্লাহ তায়ালা স্থায়ীত্ব দানের জন্য হজ্জ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য ‘সাফা ও ‘মারওয়্যার’ সাদ্গকে (প্রদক্ষিণ করাকে) ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে রমযানুল মোবারকে কিছুদিন আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হেরা পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন, তখন হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকতেন, আর রাতে আল্লাহ তায়ালার যিকরে লিপ্ত থাকতেন, তাই আল্লাহ তায়ালা ওই দিন গুলোর স্মরণকে সতেজ রাখার জন্য রোযা ফরয করেছেন, যেন তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুনাত স্থায়ী হয়ে যায়।

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام রোযা সম্পর্কিত

প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

﴿١﴾ (হযরত) আদম সফিউল্লাহ (عَلَي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) (চন্দ্র মাসের)

১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রাখতেন। (কানযুল ওম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৮৮)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

﴿٢٧﴾ (হযরত) নূহ নাজিউল্লাহ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা ছাড়া সর্বদা রোযা রাখতেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭১৪) ﴿٣٧﴾ (হযরত) দাউদ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। (মুসলিম শরীফ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫৯) আর (হযরত) সুলায়মান (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) মাসের শুরুতে তিন দিন, তিনদিন মধ্যভাগে এবং তিনদিন শেষভাগে (অর্থাৎ এভাবে মাসে ৯ দিন) রোযা রাখতেন। আর হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) সর্বদা রোযা রাখতেন কখনো ছাড়তেন না। (ইবনে আসাকির, ২৪তম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

রোযাদারের ঈমান কতটা পাকাপোক্ত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রচন্ড গরম, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাচ্ছে, ওষ্ঠদ্বয় শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পানি থাকা সত্ত্বেও রোযাদার সেদিকে তাকাচ্ছেও না, খাবার বিদ্যমান, ক্ষুধার প্রচন্ডতার অবস্থা খুবই শোচনীয়, কিন্তু খাবারের দিকে হাত পর্যন্ত বাড়াচ্ছে না। আপনি অনুমান করুন! সেই মুসলমানের আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান কতই পাকাপোক্ত, কেননা সে জানে যে, তার কার্যকলাপ সমগ্র দুনিয়া থেকে তো গোপন থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট গোপন থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাসই হচ্ছে, রোযা পালনের আমলী নমুনা, কেননা অন্যান্য ইবাদত কোন না কোন প্রকাশ্য কাজ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু রোযার সম্পর্ক হচ্ছে আধ্যাত্মিক, তার অবস্থা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না, যদি সে গোপনে পানাহার করেও নেয় তবুও লোকজন এটাই মনে করবে যে, সে রোযাদার, কিন্তু সে একমাত্র খোদাতীকৃত্যতার কারণেই নিজেকে পানাহার থেকে বিরত রাখছে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

সন্তানদের কখন রোযা রাখবেন?

আমার আক্কা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه বলেন: “সন্তান যখনই আট বছরে পা দেবে (তার) অভিভাবকের উপর আবশ্যিক যে, তাকে নামাযের আদেশ দেয়া এবং যখন ১১তম বছর শুরু হবে তখন অভিভাবকের উপর ওয়াজিব যে, রোযা ও নামাযের জন্য (নামায না পড়লে এবং রোযা না রাখলে) মারা, তবে শর্ত হলো যে, তার মধ্যে যেন রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা এবং রোযা দ্বারা ক্ষতি না হওয়া।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা) ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه বলেন: সন্তানের বয়স দশ বছর হয়ে গেলো এবং (১১তম বছরে পা রাখে এবং) তার রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখে তবে মারধর করে রাখবেন, যদি রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে, তবে কাযার নির্দেশ দিবেন না এবং নামায ভঙ্গ করলে পুনরায় পড়াবেন। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরতকে তাঁর পিতা স্বপ্নে বললেন (ঘটনা)

“মলফুযাতে আ'লা হযরত” এর ২০৬ পৃষ্ঠায় আমার, আক্কা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে বলেন: “কয়েক বছর পূর্বে রজব মাসে আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: “এবার রমযানে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়বে, রোযা ছেড়ো না।” তেমনই হলো এবং প্রত্যেক চিকিৎসকরাই বলেছিলো (কিন্তু) আমি بِحَمْدِ اللهِ রোযা ছাড়িনি এবং এরই বরকতে আল্লাহ তায়ালা দয়া করে আরোগ্য দিলেন, কেননা হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: صَوْمُؤْتَاَصِحُّوْا অর্থাৎ রোযা রাখো সুস্থতা লাভ করবে।

(মু'জাম আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৩১২)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

রোযায় সুস্বাস্থ্য অর্জিত হয়

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়িনাত, আলীউল মুরতাদ্দা, শেরে খোদা **كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ** থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর সুস্থতা প্রদানকারী বাণী হচ্ছে: “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বনী ইস্রাঈলের এক নবী **عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ السَّلَامَةُ** এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিন, যে বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য এক দিনের রোযা রাখবে তবে আমি তার শরীরে সুস্থতা দান করবো এবং তাকে মহান প্রতিদানও দিবো।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯২৩)

পাকস্থলীর ফুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** হাদীসে মোবারাকা থেকে বুঝা যায় যে, রোযা সাওয়াব ও প্রতিদানের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য অর্জন করারও মাধ্যম। এখনতো বিজ্ঞানীরাও তাদের গবেষণায় এ বাস্তবতাটুকু মেনে নিতে শুরু করেছে। যেমন; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মূর প্যালিড (MOORE PALID) বলেন: “আমি ইসলামী বিষয়াদি পড়ছিলাম, যখন রোযা সম্পর্কে পড়লাম তখন খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম, কারণ ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এক মহান ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে! আমারও আগ্রহ জন্মালো, সুতরাং আমিও মুসলমানদের মতো রোযা রাখতে শুরু করে দিলাম। দীর্ঘ দিন যাবত আমার পাকস্থলীতে ফুলা ছিলো, কিছু দিনের মধ্যেই আমার কষ্ট কম অনুভূত হলো, আমি রোযা রাখতেই থাকলাম, অবশেষে এক মাসের মধ্যে আমার রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেলো!”

চাঞ্চল্যকর রহস্য উদ্ঘাটন

হল্যান্ডের পাদ্রী এলফ গাল (ALF GAAL) বলেন: “আমি সুগার (ডায়াবেটিক), হৃদরোগী ও পাকস্থলীর রোগীদের নিয়মিতভাবে ত্রিশ দিন রোযা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

রাখালাম, ফলশ্রুতিতে ডায়াবেটিক রোগীদের ‘সুগার’ নিয়ন্ত্রণে এসে গেলো, হৃদরোগীদের আতঙ্ক ও নিশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া কমে গেলো এবং পাকস্থলীর রোগীদের সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার হয়েছে। একজন ইংরেজ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ সিগম্যান্ড ফ্রাউড (Sigmund Freud) এর বর্ণনা হলো: রোযার ফলে দেহের খিচুঁনি, মানসিক চাপ এবং মানসিক অন্যান্য রোগ দূর হয়ে যায়।

চিকিৎসকদের অনুসন্ধানী টিম

একটি পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী জার্মানী, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার চিকিৎসকদের একটি অনুসন্ধানী টিম রমযানুল মোবারকে পাকিস্তান আসলো এবং তারা বাবুল মদীনা করাচী, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর এবং মুহাদিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নগরী সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) কে নির্বাচন করলো। জরিপ (Survey) করার পর তারা এই রিপোর্ট পেশ করলো: যেহেতু মুসলমানরা নামায পড়ে ও রমযানুল মোবারকের প্রতি বেশি যত্নবান হয়, সেহেতু ওযু করার ফলে নাক-কান-গলার রোগগুলো কমে যায়, তাছাড়া মুসলমানরা রোযার কারণে কম আহার করে, ফলে পাকস্থলী, কলিজা, হৃদয় ও শরীরের জোড়াগুলোর রোগে কম আক্রান্ত হয়।

খুব বেশি আহার করলে রোগ-বালাই জন্ম নেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযায় কোনরূপ রোগ-বালাই হয় না, বরং সেহেরী ও ইফতারে অসতর্কতার কারণে, তাছাড়া উভয় সময়ে বেশি পরিমাণে তেল-চর্বিযুক্ত এবং ভাজা পোড়া খাবার ব্যবহার আর রাতভর কিছুক্ষণ পর পর খাবার খেতে থাকলে রোযাদার অসুস্থ হয়ে পড়ে, সুতরাং সেহেরী ও ইফতারের সময় পানাহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই, রাতের বেলায় পেটকে খাদ্যের এতো বেশি ভাঙার তৈরী করে নেয়া উচিত নয় যেন সারা দিন ঢেকুরই



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আসতে থাকে এবং রোযা পালনকালে ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভবই না হয়, যদি ক্ষুধা-পিপাসা অনুভবই না হয়, তবে রোযার তৃপ্তিই বা কি রইলো! দেখা গেলো রোযার মজাই তো এতে যে, তীব্র গরম হবে, পিপাসার তীব্রতায় ঠোঁট শুকিয়ে যাবে এবং ক্ষুধায় একেবারে কাতর হয়ে যাবে, এমনি অবস্থায় আহ! মদীনা মুনাওয়ারার **وَادَعَا اللَّهُ شِرْقًا وَتَغَطَّيْنَا** মধুময় গরম ও শীতল রোদের স্মরণ হয়ে যায় আর আহ! কারবালার উত্তপ্ত মরুভূমি এবং নবুয়তের বাগানের সুবাসিত নব-প্রস্ফুটিত ফুলগুলো, তিন দিনের ক্ষুধা-পিপাসায় অস্থিরতা, “প্রকৃত মাদানী মুন্নারা” ও মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার, হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত নির্যাতিত শাহযাদাদের স্মরণ কষ্ট দিতে থাকে, আর যখন ক্ষুধা ও পিপাসা কিছুটা বেশি কষ্ট দেয়, তখন নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর পবিত্রতম পেটে বাঁধা সৌভাগ্যশালী পাথরও স্মরণে এসে যায়, তবে বলার আর কী থাকবে! সুতরাং প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলে তো রোযা এমনি হওয়া চাই যে, আমরা আমাদের প্রিয় আক্বা **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ও ইমামগণের সুন্দর স্মরণে হারিয়ে যাবো।

কেইসে আক্বাওঁ কা হেঁ বান্দা রযা, বোল বলে মেরি সারকারোঁ কে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

বিনা অপারেশনে জন্ম হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার নুরানিয়ত ও রুহানিয়ত পেতে এবং মাদানী মানসিকতা তৈরী করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। **سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ, সুন্নাতে ভরা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ইজতিমা এবং মাদানী কাফেলারও কি সুন্দর বাহার ও বরকত রয়েছে! সম্ভবতঃ ১৯৯৮ সালের ঘটনা, হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম সিদ্ধু প্রদেশ) এই ইসলামী ভাইয়ের স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিল, সময়ও “পূর্ণ” হয়ে গিয়েছিলো, ডাক্তাররা বলছিলো যে সম্ভবত অপারেশন করতে হবে। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক তিন দিনের সূন্নাতে ভরা ইজতিমাও (সাহরায়ে মদীনা, মূলতান) সন্নিহিত ছিলো। ইজতিমার পর সেই ইসলামী ভাইয়ের সূন্নাতে প্রশিক্ষণের এক মাসের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফরের নিয়ত ছিলো। ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য যাওয়ার সময় কাফেলার সামগ্রী নিয়ে হাসপাতাল পৌঁছলো, যেহেতু পরিবারের অন্যান্য লোকেরা সাহায্য করার জন্য উপস্থিত ছিলো, স্ত্রী অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে সূন্নাতে ভরা ইজতিমার (মূলতান) জন্য বিদায় জানালো। তার এরূপ চিন্তা ছিলো যে, এখন আন্তর্জাতিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় এরপর সেখান থেকে এক মাসের মাদানী কাফেলা অবশ্যই সফর করতে হবে, আহ! এর বরকতে নিরাপদে যেন সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যায়। বেচারী গরীব ছিলো, তার নিকট তো অপারেশনের খরচও নেই! সর্বোপরি সে মদীনা তুল আউলিয়া মূলতান শরীফে উপস্থিত হয়ে গেলো। সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় খুব দোয়া করলো। ইজতিমার শেষে মনজুড়ানো দোয়ার পর ঘরে ফোন করলে তার আম্মাজান বললো: মোবারক হোক! গত রাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিনা অপারেশনে একটি চাঁদের মত মাদানী মুন্নী দান করেছেন। সে খুশী হয়ে বললো: আম্মাজান! আমার জন্য কি হুকুম? আমি কি এসে যাব নাকি এক মাসের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হবো? আম্মাজান বললো: “বৎস! নিশ্চিত হয়ে মাদানী কাফেলায় সফর করো।” নিজের মাদানী মুন্নীকে দেখার ইচ্ছাকে অন্তরে চেপে রেখে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে এক মাসের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়তের বরকতে তার সমস্যা সমাধান হয়ে গেলো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বরাত)

মাদানী কাফেলার মাদানী বাহারের বরকতের কারণে পরিবারের সকলের মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেলো, সেই ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, আমার সন্তানের মা বলতে লাগলো: আপনি যখন মাদানী কাফেলায় মুসাফির হন তখন আমি আমার সন্তানসহ নিজেদের নিরাপদ মনে করি।

যাচ্ছা কি খাইর হো, বাচ্চা বিলখাইর হো, উঠিয়ে হিম্মত করোঁ, কাফেলে মে চলো।

বিবি বাচ্ছে সজী, খুব পায়ে খুশি, খাইরিয়ত সে রাহেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৪, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযার প্রতিদান

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মানুষের প্রতিটি সৎকর্মের প্রতিদান দশ থেকে সাত’শ গুণ পর্যন্ত দান করা হয়, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ অর্থাৎ রোযা ব্যতীত যে, রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি স্বয়ং দিবো। আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন: বান্দা তার প্রবৃত্তি ও আহার শুধুমাত্র আমারই কারণে ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী রয়েছে, একটি ইফতারের সময়, অন্যটি আপন প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা সাথে সাক্ষাতের সময়, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালা নিকট মুশক (এক প্রকার উন্নত মানের সুগন্ধি) অপেক্ষাও বেশি পবিত্র।” (মুসলিম, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫১)

আরো ইরশাদ করেন: রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ আর যখন কারো রোযার দিন আসে তখন সে না অনর্থক কথা বলে, না চিৎকার চেচামেচি করে, অতঃপর যদি কেউ তাকে গালি গালাজ করে কিংবা বাগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেন বলে দেয়, “আমি রোযাদার।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৯৪)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

রোযার বিশেষ পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারাকা গুলোতে রোযার কয়েকটি বিশেষত্ব ইরশাদ করা হয়েছে। কতোই প্রিয় সুসংবাদ ঐ রোযাদারের জন্য, যে এমনিভাবে রোযা রেখেছে, যেমনিভাবে রোযা রাখা দরকার। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে বিরত রেখেছে, তবে সেই রোযা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ায় তার জন্য পূর্ববর্তী সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে গেলো। আর হাদীসে মোবারকের এ মহান বাণীতো বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার মতোই, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন প্রতিপালকের সুগন্ধময় বাণী শুনাচ্ছেন: “فَاتَّئِدُنِي وَأَنَا أَجْزِي بِهٍ-” অর্থাৎ রোযা আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিবো। হাদীসে কুদসীর এ ইরশাদে পাককে অনেক ওলামায়ে কিরাম رحمه الله السلام “أَنَا أَجْزِي بِهٍ” ও পড়েছেন, যেমনটি মীরাতুল মানাজিহ ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় “রোযার প্রতিদান আমি নিজেই।” سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ রোযা রেখে রোযাদার স্বয়ং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালাকেই পেয়ে যায়।

নেক আমলের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, যে ভালো কাজ করবে, সে জান্নাত পাবে। যেমনটি আল্লাহ পাক ৩০তম পারার সূরা বাইয়নাতের ৭ ও ৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন:



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দা'রাইন)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ ۖ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَدَّتْ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۖ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা ই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা। তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, বসবাসের বাগান সমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহমান। সেগুলোর মধ্যে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে আপন রবকে ভয় করে।

সাহাবা ব্যতীত অন্য কারো জন্য رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল যে, “رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ” বলা বা লিখা শুধু সাহাবীর নামের জন্যই নির্দিষ্ট। উল্লেখিত আয়াতের এই শেষাংশ ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۖ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে আপন রবকে ভয় করে।) সাধারণের ভুল ধারণার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে! খোদাভীরু প্রত্যেক মুমিন, হোক তিনি সাহাবী বা সাহাবী নন সবার জন্য এই সুসংবাদ ইরশাদ করা হয়েছে, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, সে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ এর অন্তর্ভুক্ত, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক সাহাবী ও ওলীর জন্য رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ লিখা ও বলা একেবারে সঠিক ও জাযিয। যিনি ঈমান সহকারে হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রকাশ্য জীবদ্দশায় হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এক মুহুর্তের সঙ্গ ও লাভ করেছেন কিংবা দেখেছেন আর তার ঈমানের উপর ইন্তেকাল হয়েছে, তিনি সাহাবী। বড় থেকে বড় ওলীও সাহাবীর মর্যাদা পেতে পারেন না, প্রত্যেক সাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও জান্নাতী।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

আমি মুক্তার মালিককেই চাই

“رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ” এর বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে এসে গেলো, এবার আসল বিষয়ে আসি: নামায, হজ্জ, যাকাত, গরীবের সাহায্য, রোগীর শুশ্রূষা, মিসকীনদের খবরাখবর নেয়া ইত্যাদি সকল সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যায়, কিন্তু রোযা এমন এক ইবাদত যার বিনিময়ে জান্নাতের মালিক অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই পাওয়া যায়। বলা হয়: একবার মাহমুদ গযনবী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কিছু মূল্যবান মুক্তা তাঁর মন্ত্রীদের সামনে পড়ে গেলো, তিনি বললেন: “কুঁড়িয়ে নিন!” এবং নিজে সামনের দিকে চলে গেলেন। কিছুদূর যাবার পর ফিরে দেখলেন আয়াজ ঘোড়ায় চড়ে পেছনে পেছনে চলে আসছে। জিজ্ঞাসা করলেন: আয়াজ! তুমি কি মুক্তা চাও না? আয়াজ আরয করলো: “আমার মুনিব! যারা মুক্তার প্রার্থী তারা মুক্তা কুঁড়াচ্ছে, আমি তো মুক্তা নয়, বরং মুক্তার মালিককেই চাই।” (রুজানে সাঈদী, ১১০ পৃষ্ঠা)

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আর জান্নাতও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

এরই ধারাবাহিকতায় একটি হাদীসে মোবারাকাও লক্ষ্য করুন: হযরত সাযিদ্যুনা রাবী‘আ বিন কা‘আব আসলামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি একবার হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খেদমতে কাটিয়েছিলাম, তখন আমি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট ওযুর পানি এবং তাঁর প্রয়োজনীয় বস্ত্র (যেমন মিসওয়াক) নিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: سَلِّ! অর্থাৎ চাও, কি চাওয়ার চেয়ে নাও? আমি আরয করলাম: جَانَّةُ! অর্থাৎ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে আপনার প্রতিবেশীত্ব চাই। (যেন তিনি আরয করছিলেন:)

তুঝ সে তুব্বী কো মাজ লৌ তো সব কুহ মিল জায়ে,
স সুওয়ালৌ সে ইয়েহী ইক সাওয়াল আছা হে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখ্শুর রাজ্জাক)

(রহমতের সাগরে আরো জোশে এলো) এবং ইরশাদ করলেন: “أَوْعَيْتَ ذٰلِكَ؟” অর্থাৎ আরো কিছু চাওয়ার আছে?” আমি আরয় করলাম: “ব্যস! শুধু এতটুকুই!”

তুবা সে তুবি কো মাজ্জকর মাজ্জ লী সারি কায়েনাত,
মুবা সা কো'য়ী গাদা নেহী, তুম সা কো'য়ী সখী নেহী।

(যখন হযরত সায়িয়দুনা রবী'আ বিন কা'আব আসলামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ জান্নাতে প্রতিবেশীত্ব চেয়ে নিলেন আর অন্য কিছু প্রার্থনা করতে অস্বীকার করলেন) তখন এর উপর হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “فَاعْتَنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ” অর্থাৎ নিজের সত্তার প্রতি অধিকহারে সিজদা (নফল নামায) দ্বারা আমাকে সাহায্য করো! (মুসলিম, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

যা চাওয়ার, চেয়ে নাও!

سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! এই হাদীসে মোবারাকা তো ঈমানই সতেজ করে দিলো। হযরত সায়িয়দুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কোনরূপ শর্তারোপ ও বিশেষীকরণ ব্যতীতই সাধারণভাবে ইরশাদ করা: سَلِّ! অর্থাৎ চাও, কি চাওয়ার চেয়ে নাও? এই বিষয়টিই স্পষ্ট করে যে, সকল বিষয় কায়েনাতের সরদার, হযুরে পরওয়ারদিগার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক হাতেই রয়েছে, যা ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা, আপন প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে দান করে দেন। আল্লামা বু'ছীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কসীদায়ে বুরদা শরীফে বলেন:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرََّتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! দুনিয়া ও আখিরাত আপনারই উদারতার অংশ আর লওহ ও কলমের জ্ঞান তো আপনারই মোবারক জ্ঞানেরই একটি অংশ।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

আগর খাইরিয়তে দুনিয়া ও ওকবা আঁরযু দারী,

বদরগাহাশ বইয়াদে হার ছে মান খোয়াহী তামান্না কুন।

অর্থাৎ যদি দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল চাও তবে এই আরশরুপী আস্তানায় এসো আর যা চাওয়ার চেয়ে নাও! (আশআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ৪২৪-৪২৫ পৃষ্ঠা)

খালিকে কুল নে আঁপকো মালিকে কুল বানা দিয়া,

দোনো জাঁহা দেয় দিয়ে কবযা ও ইখতিয়ার মে।

রোযার ফযীলত সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর ১১টি বাণী জান্নাতী দরজা

﴿১﴾ নিশ্চয় জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে, যাকে ‘রাইয়ান’ বলা হয়, এটি দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযাদাররা প্রবেশ করবে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবে: রোযাদাররা কোথায়? অতঃপর এসব লোক দাঁড়াবে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন তারা প্রবেশ করে নিবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে, তারপর ওই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৯৬)

পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা

﴿২﴾ যে রমযানের রোযা রাখলো এবং এর সীমাবদ্ধতাকে জানলো আর যে জিনিস থেকে বিরত থাকা উচিত, তা থেকে বিরত ছিলো, তবে যা (কিছু গুনাহ) পূর্বে করেছিলো, তার কাফফারা হয়ে গেলো।

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪২৪)

জাহান্নাম থেকে ৭০ বছর সফরের দূরত্ব

﴿৩﴾ যে আল্লাহ তায়ালা পথে একদিন রোযা রাখলো, আল্লাহ তায়ালা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছর সফরের দূরত্বে করে দেবেন।

(বুখারী, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৪০)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

একটি রোযার ফযীলত

﴿৪﴾ যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিনের রোযা রাখলো, আল্লাহ তায়ালার তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখবেন, যেমন একটি কাক, যে তার শৈশব থেকে উড়তে আরম্ভ করে, অবশেষে বুড়ো হয়ে মারা যায়।

(আবু ইয়াল্লা, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯১৭)

লাল পদ্মরাগ মণির প্রাসাদ

﴿৫﴾ যে রমযান মাসে একটি মাত্র রোযাও নীরবতা এবং প্রশান্তভাবে রেখেছে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর সবুজ পান্না বা লাল পদ্মরাগ মণি দিয়ে তৈরী করা হবে। (মু'জাম আওসাত, ১ম খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৬৮)

শরীরের যাকাত

﴿৬﴾ প্রতিটি বস্তুর জন্য যাকাত রয়েছে এবং শরীরের যাকাত হচ্ছে রোযা আর রোযা হচ্ছে ধৈর্যের অর্ধেক। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪৫)

ঘুমানোও ইবাদত

﴿৭﴾ রোযাদারের ঘুমানো ইবাদত এবং তার নীরবতা হলো তাসবীহ পাঠ করা আর তার দোয়া কবুল ও তার আমল গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৩৮)

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তাসবীহ পাঠ

﴿৮﴾ যে বান্দার রোযা অবস্থায় সকাল হয়, তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাসবীহ পাঠ করে আর দুনিয়ার আসমানে অবস্থানকারীরা (ফিরিশতা) তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। যদি সে এক বা দুই রাকাত নামায আদায় করে তবে তা আসমানে তার জন্য নূর হয়ে যায় আর বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হৃদয়ের মধ্য থেকে তার স্ত্রীরা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

বলে: হে আল্লাহ! তাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও, আমরা তার সাক্ষাতের জন্য খুবই আগ্রহী। আর যদি সে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বা سُبْحَانَ اللَّهِ বা اللَّهُ أَكْبَرُ পড়ে, তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার সাওয়াব সূর্যাস্ত পর্যন্ত লিখতে থাকে।

(প্রাণ্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৯১)

জান্নাতী ফল

﴿৯﴾ যাকে রোযা পানাহার থেকে বিরত রেখেছে যে, যার প্রতি তার বাসনা ছিলো, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতী ফলমূল থেকে আহাির করাবেন আর জান্নাতী পানীয় থেকে পান করাবেন। (প্রাণ্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯১৭)

স্বর্গের দস্তুরখানা

﴿১০﴾ কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি স্বর্গের দস্তুরখানা রাখা হবে, যা থেকে সে খাবে অথচ লোকেরা (হিসাব নিকাশের জন্য) অপেক্ষমান থাকবে। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৬৪)

সাত প্রকারের আমল

﴿১১﴾ “আল্লাহ তায়ালা'র নিকট আমল সাত প্রকার, দু'টি ওয়াজিবকারী, দু'টির প্রতিদান (সেগুলোর) মতোই, একটি আমলের প্রতিদান তার দশগুণ, একটি আমলের প্রতিদান সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং একটি আমলের প্রতিদান এমন যে, এর সাওয়াব আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। যে দু'টি আমল ওয়াজিবকারী (১) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়ালা'র সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করলো যে, আল্লাহ তায়ালা'র ইবাদত নিষ্ঠার সাথে এভাবে করেছে যে, কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার করেনি, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (২) এবং যে আল্লাহ তায়ালা'র সাথে এভাবে সাক্ষাৎ করেছে যে, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করেছে, তবে তার জন্য দোযখ ওয়াজিব হয়েছে। আর যে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

একটি গুনাহ করেছে, তবে তার সমসংখ্যক (অর্থাৎ একটি গুনাহের) প্রতিদান পাবে এবং যে শুধুই নেকীর ইচ্ছা করেছে, তবে একটি নেকীর প্রতিদান পাবে। আর যে নেকী করে নিয়েছে, তবে সে দশ (নেকীর প্রতিদান) পাবে। আর যে আল্লাহ তায়ালার পথে নিজের সম্পদ ব্যয় করেছে, তবে তার ব্যয়কৃত এক দিরহামকে সাতশ দিরহাম, এক দিনারকে সাতশ দিনারে বর্ধিত করা হবে এবং রোযা আল্লাহ তায়ালার জন্য, তা পালনকারীর সাওয়াব আল্লাহ তায়ালার ব্যতীত আর কেউ জানে না।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার ঈমানের উপর মৃত্যু হবে সে হয়তো আল্লাহ তায়ালার রহমতে বিনা হিসাবে বা আল্লাহর পানাহ! গুনাহের শাস্তি হলেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পানাহ! যার মৃত্যু কুফরের উপর হলো, সে সর্বদা দোযখেই থাকবে। যে একটি গুনাহ করেছে, সে একটি গুনাহেরই শাস্তি পাবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতের প্রতি কুরবান! শুধুমাত্র নেকীর নিয়ত করলেই একটি নেকীর সাওয়াব আর নেকী সম্পন্ন করে নিলেতো সাওয়াব দশগুণ, আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয়কারীকে সাতশ গুণ এবং রোযাদারের কতো বড় মর্যাদা যে, তার সাওয়াব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ব্যতীত আর কেউ জানে না।

অসংখ্য প্রতিদান

হযরত সাযিয়দুনা কা'আবুল আহবার رضي الله تعالى عنه বলেন: “কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী এভাবে ঘোষণা করবে, প্রত্যেক বপনকারীকে (আমলকারী) তার ক্ষেতের (অর্থাৎ আমল) সমান প্রতিদান দেয়া হবে, কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী এবং রোযাদাররা ব্যতীত যে, তাদেরকে অফুরন্ত ও অসংখ্য প্রতিদান দেয়া হবে।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯২৮)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

জন্ডিস ভাল হয়ে গেলো

রোযার বরকতকে দ্বিগুণ করতে এবং নিজের আত্মাকে ইলমে দ্বীন দ্বারা আলোকিত করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। নিজের সংশোধনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা সংগ্রহ করে তা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন এবং সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন, মাদানী কাফেলারই বাহ কি চমৎকার বাহার! ১৯৯৪ সালের কথা, যমযম নগর (হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের সন্তানের মায়ের জন্ডিস খুবই বেড়ে গিয়েছিলো এবং সে বাবুল মদীনা করাচীর নিজের বাপের বাড়ীতে চিকিৎসারত ছিলো। সেই ইসলামী ভাই ৬৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করলো এবং এই কারণে বাবুল মদীনা করাচীতে উপস্থিত হলো, ফোনে ঘরে যোগাযোগ করলো, অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক ছিলো, বিলিরুবিন (Bilirubin) বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলো, প্রায় ২৫টি গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দেয়ার পরও কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয়নি। সে তাকে সাত্বনা দিয়ে বললো: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আমি মাদানী কাফেলার একজন মুসাফির, আশিকানে রাসূলের সহচর্যে আছি, **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলার বরকতে সব ঠিক হয়ে যাবে। এরপরও সে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দিন দিন সুস্থ হতে লাগলো। ৫ম দিন বাবুল মদীনা থেকে দূরে সফর ছিলো, সে যখন ফোন করলো তখন সে এই আনন্দময় সংবাদ শুনতে পেলো: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** বিলিরুবিন টেস্টের রিপোর্ট একেবারে স্বাভাবিক এসেছে এবং ডাক্তাররা স্বস্তি প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে আমি খুশিমনে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় রওয়ানা হয়ে গেলাম।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনি রোযা রাখার অগণিত ফযীলত রয়েছে, তেমনি কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ছাড়া রমযানুল মোবারকের রোযা না রাখার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির সতর্কতাও রয়েছে। রমযান শরীফের একটিও রোযা যে কোন শরীয়াতসম্মত অপারগতা ছাড়া জেনে শুনে নষ্ট করে দেয়, তবে সারা বছরও যদি রোযা রাখে তবুও সেই নষ্ট করা একটি রোযার মর্যাদা পাবে না। যেমনটি

একটি রোযা নষ্ট করার ক্ষতি

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরায়রা رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত; রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “যে রমযানের এক দিনের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া এবং রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ইফতার করেছে (অর্থাৎ রাখেনি) তবে যুগ যুগ যাবৎ রোযা রাখলেও এর ‘কাযা’ আদায় হবে না, যদিওবা পরবর্তীতে রেখেও নেয়।” (বুখারী, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২৩) অর্থাৎ সেই ফযীলত, যা রমযানুল মোবারকে রোযা রাখার জন্য নির্ধারিত ছিলো, এখন তা কোন ভাবেই পাওয়া যাবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৫ পৃষ্ঠা)

উপুড় করে বুলানো মানুষ

যারা রোযা রেখে যথাযথ অপারগতা ছাড়া ভঙ্গ করে, তারা যেন আল্লাহ তায়ালায় কহর ও গযবকে ভয় করে। যেমনটি হযরত সায্যিদুনা আবু উমামা বাহলী رضي الله تعالى عنه বলেন: আমি মদীনায় তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, হবীবে পরওয়ার দিগার صلى الله تعالى عليه وآله وسلم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: “আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন স্বপ্নে দু’জন লোক আমার নিকট আসলো এবং আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলো, যখন আমি পাহাড়ের মাঝামাঝি অংশে পৌঁছলাম, তখন সেখানে খুবই ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছিলো, আমি বললাম: “এসব কিসের আওয়াজ?” তখন আমাকে বলা হলো যে, এটি জাহান্নামীদের আওয়াজ।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

অতঃপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে গেলাম যে, তাদেরকে তাদের গোড়ালীর শিরায় বেঁধে (উপড়) করে ঝুলানো হয়েছে এবং তাদের চোয়াল ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে, ফলে তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “এরা কারা?” তখন আমাকে বলা হলো: “এসব লোক রোযা ইফতার করে নিতো, এর পূর্বেই যে, রোযার ইফতার করা হালাল হতো।”

(আল ইহসানে বিতরতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৯ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭৪৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ভঙ্গ করা অনেক বড় গুনাহ। সময় হবার পূর্বে ইফতার করার অর্থ হচ্ছে যে, রোযাতো রেখেছে, কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে জেনে শুনেই কোন যথাযথ অপারগতা ছাড়াই ভঙ্গ করে ফেললো। এই হাদীসে পাকে যে আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা রোযা রেখে ভঙ্গকারীর জন্যই, আর যে শরীয়াত সম্মত অপারগতা ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগ করে দেয়, সেও কঠিন গুনাহগার এবং দোষখের আযাবের অধিকারী। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় আমাদেরকে তাঁর কহর ও গযব (ক্রোধ) থেকে রক্ষা করুক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

তিন দূর্ভাগা

হযরত সাযিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; তাজেদারে মদীনা, সুলতানে মক্কায়ে মুকাররমা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েছে আর এর রোযা রাখেনি, সেই ব্যক্তি দূর্ভাগা, যে ব্যক্তি আপন মাতাপিতাকে কিংবা উভয়ের একজনকে পেয়েছে কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, সেও দূর্ভাগা এবং যার নিকট আমার আলোচনা হয়েছে আর সে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পড়লো না, সেও দূর্ভাগা।”

(ম'জাম আওসাত, ২য় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৭১)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

নাক মাটিতে মিশে যাক

হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বণিত: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “ওই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যার নিকট আমার আলোচনা করা হলো, তবে সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করেনি এবং ওই ব্যক্তির মাটিতে মিশে যাক, যে রমযানের মাস পেয়েছে, অতঃপর তার মাগফিরাত হওয়ার পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেলো আর ওই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যার নিকট তার পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছেছে এবং তার পিতামাতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি।” (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করে জান্নাত অর্জন করতে পারেনি) (মুসনদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৫৫)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযার তিনটি স্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জন্য প্রকাশ্য শর্ত যদিও এটাই যে, রোযাদার ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। তবুও রোযার কিছু অভ্যন্তরীণ আদবও রয়েছে, যা জানা আবশ্যিক, যেন প্রকৃত অর্থে আমরা রোযার বরকত অর্জন করতে পারি। সুতরাং রোযার তিনটি স্তর রয়েছে:

﴿১﴾ সাধারণের রোযা ﴿২﴾ প্রিয় ব্যক্তির রোযা ﴿৩﴾ একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা

﴿১﴾ সাধারণের রোযা

রোযার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে “বিরত থাকা”, সুতরাং শরীয়াতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে “বিরত থাকা”কে রোযা বলে এবং এটাই হচ্ছে সাধারণের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের রোযা।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

❦২❦ প্রিয় ব্যক্তির রোযা

পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে “বিরত রাখা” হচ্ছে প্রিয় অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা।

❦৩❦ একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা

নিজেকে সমস্ত বিষয় থেকে “বিরত রেখে” শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা দিকে মনোনিবেশ করা, এটি হচ্ছে একান্ত প্রিয় অর্থাৎ একান্ত বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আবশ্যিক হচ্ছে এ কাজটি যে, পানাহার ইত্যাদি থেকে “বিরত থাকার” পাশাপাশি নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও রোযার অনুসারী বানানো।

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় আত্মা হু তায়ালার সজ্জটির জন্য ভাল ভাল নির্যাত সহকারে সারা রাত অভিবাহিত করুন।
 ※ সূন্নাতে প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ※ প্রতিদিন “ফিকরে মদীনা” করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্বাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আবার মাদানী উদ্দেশ্য: “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” **إِنَّ شَأْنَهُ عَزَّ وَجَلَّ** নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য “মাদানী কাফেলায়” সফর করতে হবে। **إِنَّ شَأْنَهُ عَزَّ وَجَلَّ**



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
 ফরাসীতে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েলাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
 কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দারকিট্টা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
 ফরাসীতে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, মীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬০৪০৬২
 E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net